র্থী

মেহবুবা মুফতিকে দলের
ফে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী
প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করল
ডিপি।

সং বা দ প্রতিদিন

ঘোষণা

◆ টি২০ বিশ্বকাপ শেষ হলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন বলে জানালেন অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন।

ত্র ১৪২২ ◆ ৪.০০ টাকা ◆ দশ পাতা ◆ সঙ্গে পপকর্ন

www.sangbadpratidin.in, epratidin.in

Printed simultaneously from Kolkata, Siliguri & Barjora

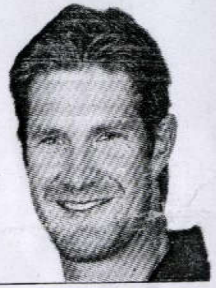

পাভাশ। মুফতি মহম্মদ সঈদ ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে আলোচনায় জোটের যে 'এজেন্ডা' নির্ধারিত হয়েছিল, তার বদল ঘটবে না। মুফতির মৃত্যুর পর রাজ্যপালের শাসন জারি হওয়ায় বিধানসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রয়েছে। মুফতির মৃত্যুর পর পিডিপির শর্ত ছিল জোটের পুনর্নবীকরণের আগে 'এজেন্ডা' নির্ধারণে সময়সীমার ব্যাপারে কেন্দ্রের তরফে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি চায় তারা। মেহবুবা বলেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি খুশি।

বিল না মিটিয়ে গ্যারাজ মালিককে হুমকি আবগারি-কর্তার

বিভাগীয় তদন্তের সুপারিশ মানবাধিকার কমিশনের

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার গ্যারাজ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লেন রাজ্যের আবগারি দফতরের এক যুগ্ম কমিশনার!

উত্তর কলকাতার ফড়িয়াপুকুরের একটি গ্যারাজে নিজের মারুতি গাড়ি সারাতে দিয়ে ওই গ্যারাজ মালিককে ৩৩ হাজার টাকার বিল না মেটানোর অভিযোগ উঠল আবগারি দফতরের যুগ্ম কমিশনার সৈকত চৌধুরির বিরুদ্ধে। এমনকী বিল না দেওয়ার জন্য পুলিশ ও আবগারি দফতরের বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে গ্যারাজ মালিক উৎপল রায়কে তিনি হুমকিও দেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনা বিস্তারিত জানিয়ে মালিক উৎপল রায় অভিযোগ দায়ের করেন আবগারি দফতরের কমিশনার এবং কলকাতা পুলিশের নগরপালের কাছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ জানান রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়ের কাছেও। এরপর ফড়িয়াপুকুরের ওই গ্যারাজ মালিক আবগারি দফতরের ওই যুগ্ম কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন উল্টোডাঙা থানার ওসির কাছেও। এই অভিযোগ পেয়ে অভিযোগকারী গ্যারাজ মালিক এবং অভিযুক্ত যুগ্ম কমিশনারকে শুনানিতে ডেকে পাঠায় মানবাধিকার কমিশন। সেইসঙ্গে অভিযুক্ত যুগ্ম কমিশনারের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত এবং অভিযোগকারী গ্যারাজ মালিককে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সুপারিশ করেন কমিশনের চেয়ারপার্সন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়।

আবগারি দফতরের বারাকপুর ডিভিশনের যুগ্ম নগরপাল সৈকত চৌধুরি। বাড়ি সল্টলেকে। গতবছরের জুন মাসে ফড়িয়াপুকুরের 'ইউ আর অটোমোবাইল' নামে একটি গ্যারাজে নিজের মারুতি সারাতে দেন তিনি। মেরামতের কাজ শেষ হওয়ায় জুলাই মাসে ওই মারুতি ডেলিভারি দিয়ে দেন গ্যারাজ মালিক উৎপল রায়। মারুতি মেরামতের জন্য বিল হয় ৫৩,০০০ টাকা। তার মধ্যে ২০,০০০ টাকা মিটিয়ে দেন সৈকতবাবু। কিন্তু বাকি ৩৩,০০০ হাজার টাকা বকেয়া পড়ে থাকে। সেই টাকা সৈকতবাবু কিছুতেই দিচ্ছিলেন না বলে অভিযোগ গ্যারাজ মালিকের। বকেয়া মেটানোর জন্য সেপ্টেম্বর মাসে মালিক বহুবার ফোন করেন সৈকতবাবুকে। কিন্তু সৈকতবাবু সেই ফোন ধরেননি।

এরপর একদিন সৈকতবাবু আবগারি দফতরেরই অতিরিক্ত কমিশনার, দু'জন ডেপুটি কালেক্টর, ওই দফতরের ইন্সপেক্টর, সাব ইন্সপেক্টর এবং এএসআই-সহ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীকে পাঠিয়ে দেন উৎপল রায়ের ফড়িয়াপুকুরের গ্যারাজে। অভিযোগ, পুলিশ ও আবগারি দফতরের ওই বাহিনী সৈকতবাবুর দেওয়া ২০,০০০ টাকাও ফেরত চায়। পাশাপাশি একটি কাগজে জোর করে মালিককে দিয়ে বিল মিটে গিয়েছে বলে লিখিয়েও নিতে চায় পুলিশ-আবগারি বাহিনী।

এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে এবং নিরাপত্তা চেয়ে গ্যারাজ মালিক অভিযোগ জানান আবগারি দফতরের কমিশনার স্মারকি মহাপাত্র এবং মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর অভিযোগ পেয়ে দু'পক্ষকে একবার ডেকে মীমাংসা বৈঠকও করেন উল্টোডাঙা থানার ওসি। পাশাপাশি গ্যারাজ মালিকের অভিযোগ পেয়ে পুরো ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য আবগারি দফতরের কমিশনারকে সুপারিশ করেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন। তারই জেরে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন আবগারি দফতরের কমিশনার। সেই তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর গ্যারাজ মালিক ও অভিযুক্ত যুগ্ম কমিশনারকে ডেকে শুনানি করে কমিশন। কমিশনের চেয়ারপার্সন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় জানান, "এই শুনানিতে যুগ্ম কমিশনার দোষী সাব্যস্ত হন। এতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে মারুতি সারিয়েও বিল মেটাননি তিনি। এমনকী নিজের দফতরের বাহিনী পাঠিয়ে গ্যারাজ মালিককে চাপ দিয়ে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন তিনি।" কমিশনের এই শুনানির রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে নবান্নে।

পাওয়ার গ্রীড করপোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)
ইস্টার্ন রিজিয়ন ট্রান্সমিশন সিস্টেম-২, আঞ্চলিক কার্যালয়
সিএফ-১৭, অ্যাকশন এরিয়া-১সি, নিউ টাউন, কলকাতা-৭০০১৫৬ পাওয়ারগ্রিড
সিআইএন নং. L40101DL1989 G01038121

বিজ্ঞপ্তি

৪,০০,০০০ ভোল্ট ডবল সার্কিট ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন বৈদ্যুতিকরণ রি-কন্ডাক্টরিং কাজের পর পশ্চিমবঙ্গের মানিকপুর গ্রাম, জেলা-মালদা থেকে জোড়পুকুরিয়া গ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ। লাইনের নাম : ৪০০কে.ভি, ডি/সি মালদা-ফারাক্কা ট্রান্সমিশন লাইন

নিম্নলিখিত গ্রামের সমস্ত জনসাধারণকে সূচনা দেওয়া হচ্ছে যে, রি-কন্ডাক্টরিং কাজের পর মানিকপুর গ্রাম, জেলা-মালদা থেকে জোড়পুকুরিয়া গ্রাম, জেলা-মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত উপরিউক্ত ৪,০০,০০০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ ই,এইচ, ভি, ওভারহেড ট্রান্সমিশন লাইন ২৫-০৩-২০১৬ তারিখ অথবা এরপর বৈদ্যুতিকরণ করা হবে। উল্লিখিত তারিখ বা তারপর থেকে উপরিউক্ত ট্রান্সমিশন লাইন সর্বদা চালু থাকিবে। কোন অননুমোদিত ব্যক্তি ইন্ডিয়ান ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট-২০০৩ অনুযায়ী উক্ত ওভারহেড লাইনের নিকটবর্তী স্থানে গমন করিতে বা কাজ করতে, আবাসন নির্মাণ করতে, বৃক্ষ রোপন করতে অথবা বাঁশ বা ধাতব পোল জাতীয় কিছু খাড়া করতে পারবেন না। আগে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাগুলি অমান্য করার জন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটলে পাওয়ার গ্রীড করপোরেশন দায়ী থাকবে না।

গ্রামের নাম	জেলার নাম
মানিকপুর, মহাজামাপুর, গোকুল কামাত, সাট্টারী, গীতা মোড়, মেহেরাপুর, মোথাবাড়ী, দেবীপুর, দুলুগ্রাম, আলীনগর, সুলতানগঞ্জ, আধারো মাইল, ভাঙ্গাটোলা	মালদা
নিউ ফরাক্কা, বেনীয়াগ্রাম, জাফরগঞ্জ, শ্রীরামপুর, জোড়পুকুরিয়া	মুর্শিদাবাদ

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী
পাওয়ার গ্রীড কর্পোরেশনর প
(এন আর জে
প্রবন্ধক,

PG/ER-II/15-16/Camp